পাপ করি না কেন, হরিনাম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইব—এইপ্রকার মনে করা সপ্তম অপরাধ। এস্থলে নাম শব্দে ভক্তিমাত্রকেই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ যে কোন প্রকার ভক্তিঅঙ্গের বলে পাপে প্রবৃত্তিই অপরাধজনক। নামবলে যাহারা পাপে প্রবৃত্ত, তাহাদের যম-নিয়ম প্রভৃতি সাধনের দ্বারা অথবা নরকে গিয়া যমদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও তাহাদের অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি হয় না। ধর্ম্মব্রত ত্যাগ, হোম প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর্ম্মের সহিত নাম-মাহাত্ম্যের সাম্য মনে করা অর্থাৎ এই সমস্ত শুভকর্ম্ম করিয়া যে ফল, নামসাধনেরও সেই ফল—এইপ্রকার মনে করা অষ্টম অপরাধ। শ্রদ্ধাহীনজনকে, বহির্ম্মুখজনকে এবং যে জন শুনিতে অনিচ্ছুক—এবম্ভুত জনসকলকে নাম উপদেশ করা নবম অপরাধ। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহার উপর প্রীতিযুক্ত না হইয়া কেবল অহঙ্কারান্বিত হওয়া এবং কেবল 'আমার-আমার' করা দশম অপরাধ।

এস্থলে পূর্ব্ববর্ণিত "সর্ব্বাপরাধকৃদপি"—এই সনৎকুমার কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুযামল গ্রন্থের বাক্য অনুসন্ধান করা কর্তব্য। তাহা যথা—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

এই জগতে যে জন আমার নাম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করে, আমি তার কোটী কোটী অপরাধ ক্ষমা করি—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সৎ-এর নিন্দাই যদি এত দোষাবহ হয়, তবে সাধুকে হিংসা করা যে কত দোষ, তাহা বাক্যের অগোচর। অর্থাৎ সে অপরাধের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেহ মনে করিতে পারেন যে—সাধুর নিন্দা করাই অপরাজনক, হিংসাদি করিলে কোন দোষ হয় না; তজ্জন্য স্কন্দপুরাণোক্ত মার্কণ্ডেয়ভগীরথের সংবাদ উল্লেখ করা হইয়াছে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নোহর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

যে সকল মূঢ় মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃকুলের সহিত মহারৌরব নামে কথিত নরকে পতিত হয়। যাহারা বৈষ্ণব হত্যা করে, বৈষ্ণবের নিন্দা করে, দ্বেষ করে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত না করে, তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত না হয়, সেই ছয় প্রকার দুর্জ্জনই অধঃপতিত হয়। নিজে সাধুর নিন্দা করা দূরে থাক, অন্যের